প্রাত্যহিক জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলে করিম (সা.)-এর আনীত জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন আর নিষেধকৃত কার্যাবলী বর্জনই হোক মুমিনের একমাত্র ব্রত।

প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ একাকী জীবন ধারণ করতে পারে না। পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে তার বসবাস। সে কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নিছক কোনো প্রাণী নয়। কোনো কারণে সে পরিবার-পরিজন থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্ন হলেও প্রতিবেশী থেকে সে কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যেখানে যায় সেখানেই তার কোনো না কোনো প্রতিবেশী থাকে। পরিবার থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হলে প্রতিবেশী তখন তার পরিবারের অভাব পূরণ করে। বিপদে-আপদে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তাই মানুষের জীবনে প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে বসবাস করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। এর সুবাদে গড়ে উঠেছে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশীসুলভ মানসিকতা ও আচার-আচরণ। প্রতিবেশী কারা? কতোদূর এর সীমা? এমন এক প্রশ্নের জবাবে হজরত হাসান (রা.) বলেছেন, 'নিজের ঘর থেকে সামনে চল্লিশ ঘর, পেছনে চল্লিশ ঘর, ডানে চল্লিশ ঘর এবং বামে চল্লিশ ঘরের অধিবাসীরা হচ্ছে প্রতিবেশী।' আর এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, পড়শী, নিকটবর্তী, পাশাপাশি হওয়া, পার্শ্ববর্তী ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনের ভাষ্য মতে তিন শ্রেণীর লোক প্রতিবেশী ১. যারা আত্মীয় এবং প্রতিবেশী। ২. যারা শুধু প্রতিবেশী। ৩. সহচর, সহকর্মী এবং অধীনস্থ লোক। এরা সবাই প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত।

জীবনের তাগিদে সমাজবদ্ধ মানুষকে অন্যান্য মানুষের সাহায্য নিতে হয়। মানুষ তার অসংখ্য প্রয়োজনের জন্য অসংখ্য মানুষের মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ সমাজের লোকদের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে না উঠবে, ততক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করতে পারবে না। তাই মানুষের পরস্পর প্রতিবেশীর সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করা উচিত। আর এ সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য পরস্পর ঐক্যের বিশ্বাস স্থাপন করা এবং একে অন্যের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণের তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে, 'আর আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। 'আর তোমরা পিতামাতা, নিকট আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথিক এবং যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে তাদের সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক-গর্বিতজনকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সদাচরণের বিষয়ে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমাজ জীবনে প্রতিবেশী সবচেয়ে কাছের লোক। সুখে-দুঃখে সবার আগে তাকে পাওয়া যায়, এজন্য তার হকও বেশি। প্রকৃতপক্ষে মানুষ চিন্তা করে না তার প্রতিবেশী ব্যক্তিটি সে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যেই হোক না কেন, সে তার নিকটতম ব্যক্তি। সার্বক্ষণিক তার সান্নিধ্য আশা করা যায়। বিপদ-আপদ, সুখে-দুঃখে তার সান্নিধ্য পাওয়া যেতে পারে। তদ্রূপ এক প্রতিবেশীও অন্যের কাছ থেকে অনুরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'জিব্রাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে এমনি তাগিদ করতে লাগলেন, আমার ধারণা হচ্ছিল হয়তো তাকে সম্পদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হবে।' (বুখারী ও মুসলিম) অনুরূপ একাধিক হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং হযরত জাবির (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে আশঙ্কা করছিলেন হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর কত অধিকার রয়েছে।

[রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন - "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। পক্ষান্তরে আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘৃণিত ও কঠিন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হবে জালিম শাসক"। (তিরমিযি)]

সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের অধিকার রয়েছে। বর্তমান সমাজে মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারণে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা যায়। তাই প্রত্যেকের সাথে তার প্রাপ্য অধিকার অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, মেহমানের যত্ন নেয়া, বিবদমান দুই ব্যক্তির মাঝে পারস্পরিক সন্ধি-সমঝোতা সৃষ্টি করে দেয়া-এগুলো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মানবিক কর্তব্য। মানুষ যখন তার এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হবে। ফলে তাদের সামাজিক জীবন সহজ ও শান্তিময় হতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোনো না কোনো কারণে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের প্রায়ই বাক-বিতণ্ডা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, প্রতিযোগিতা-প্রতিহিংসা লেগেই থাকে। এক পর্যায়ে এটি ঘৃণ্য বর্বরতায় রূপ নেয়। সামাজিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে বুঝে উঠতে মামলা-মোকদ্দমার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রতিবেশীকে জব্দ করতে দৃঢ়চিত্তে অঙ্গীকার করে। অথচ একজন কর্মজীবীর জন্য সৌভাগ্য হচ্ছে ভালো মনিব পাওয়া। একজন চাকরিজীবীর জন্য সৌভাগ্য হচ্ছে ভালো নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা পাওয়া। আর একজন বাড়িওয়ালার জন্য সৌভাগ্য হচ্ছে ভালো প্রতিবেশী পাওয়া। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'একজন মুসলিমের জন্য খোলামেলা বাড়ি, প্রশস্ত বাসভবন, সৎ প্রতিবেশী এবং রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্যস্বরূপ।'

যে আত্মীয় বা বন্ধুটি মানুষের অত্যন্ত প্রিয়, একান্ত কাছের এবং তাদের পারিবারিক সম্পর্কও অত্যন্ত মধুর; যখনই সে বন্ধু বা আত্মীয়টি তার প্রতিবেশী হল, তখনই তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রতিবেশীর মঙ্গল, সামাজিক অবস্থান, স্থাবর ও অস্থাবর ঐশ্বর্য, পদমর্যাদা সবকিছুই হয় তার বা নিজের পারিবারিক সদস্যদের মনোকষ্টের কারণ; যা এক পর্যায়ে প্রতিহিংসায় রূপ নেয়। বিশেষ করে মহিলা ও শিশু-কিশোরদের দ্বারাও প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'যার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত যাপন করে সে আমার ওপর ঈমান আনেনি।' (মুসনাদে দাইলামি)

পাড়া-প্রতিবেশীর প্রয়োজন মেটানোর অগ্রাধিকার ইসলামে রয়েছে। প্রতিবেশী অভাবগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত ও দুর্যোগে পতিত হলে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করে তার অভাব-অনটন মোচন করে দেবে, সে ক্ষুধার্ত হলে প্রয়োজনে তাকে খাদ্য দান করবে ইসলাম এই শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় অনাহারে থাকে সে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার নয়।' (বায়হাকি) প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে বলেছেন, 'প্রতিবেশীর অধিকার কি তা তোমরা জান? প্রতিবেশীর অধিকার হচ্ছে তোমার কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করবে, ধার চাইলে ধার দেবে, অভাবগ্রস্ত হলে অভাব মোচন করবে, অসুস্থ হলে তত্ত্বাবধান করবে, প্রাণত্যাগ করলে তার জানাজায় যাবে, আনন্দে অভিবাদন এবং দুঃখে সমবেদনা জানাবে। তোমার গৃহের দেওয়াল উঁচু করে তার বাতাস বন্ধ করবে না। ফল ক্রয় করলে তাকে পাঠিয়ে দাও। পাঠাতে না পারলে গোপন রাখো এবং নিজের সন্তানদের ফল হাতে বের হতে দিও না, যেন প্রতিবেশীর সন্তান দুঃখ না পায়। নিজের রান্নাঘরের ধোঁয়া দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না। কিন্তু তাকে যদি খাদ্য দাও তা হলে অসুবিধা নেই।'

প্রতিবেশীর মধ্যে পরস্পরে দেনা-পাওনার সম্পর্ক রয়েছে। ভারসাম্যপূর্ণ দেনা-পাওনার মাধ্যমে গড়ে উঠে সৎ প্রতিবেশীমূলক সুসম্পর্ক। প্রতিবেশীদের মধ্যে উপঢৌকন পাঠানোর ক্ষেত্রে নিকটজনকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, 'হে রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, তন্মধ্যে আমি কার কাছে উপঢৌকন পাঠাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটে তার কাছে।'

প্রতিবেশীর প্রতি তার আচরণ দ্বারা একজন মুসলমানের ঈমান কত বেশি মজবুত তা বোঝা যায়। কেননা একজন খাঁটি মুমিন বান্দা কখনো তার প্রতিবেশীর অনিষ্টের বা অশান্তির কারণ হতে পারে না। একজন সত্যিকার মানুষ নিজের জন্য যা ভালো মনে করে, অন্যের জন্যও তা ভালো মনে করে। নিজের জন্য যা খারাপ মনে করে অন্যের জন্যও তা খারাপ মনে করে। আর এ বিষয়টি পরীক্ষার যথাযথ স্থান হচ্ছে প্রতিবেশী। কে ভালো, কে মন্দ, কে ঈমানদার, প্রতিবেশীর চেয়ে আর কেউ নির্ভুলভাবে তা বলতে পারে না। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কস্‌ম! সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়। বলা হলো, কোন ব্যক্তি হে রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, 'যার প্রতিবেশী তার কাছ থেকে নিরাপদ বোধ করে না।' (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম মুসলমানদের প্রতিবেশীর সঙ্গে সামাজিক কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছে। মুমিনদের যে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হলো প্রতিবেশীর কাউকে মন্দ নামে না ডাকা, কারো প্রতি খারাপ ধারণা না করা, কাউকে বিদ্রূপ না করা, কারো অগোচরে তার নিন্দা না করা। এসব আচরণ দ্বারা ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয় এবং অপর মুসলমান ভাইয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তাই ইসলামে এগুলো হারাম। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। মুমিনগণ কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেক না।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত:১০-১১)

সমাজে পরনিন্দার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বিশেষ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?' বাস্তবে মানুষ হয়ে মানুষের মাংস ভক্ষণ করা যেমন দুরূহ কাজ, তদ্রূপ এক মুসলমান ভাই অপর ভাইয়ের নিন্দা করাও কঠিন অপরাধ। প্রতিবেশী মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। পবিত্র কোরআনে মুমিনদের গুণস্বরূপ বলা হয়েছে, 'তারা মুসলমানদের প্রতি কোমল হবে।' (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫৪)

বাস্তবে কোমল হৃদয়ের না হলে প্রতিবেশীর পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় না। আর ভালোবাসা সৃষ্টি না হলে সমাজের বন্ধনও ঠিক থাকে না। তাই পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি কোমল হৃদয় হওয়া উচিত। মানব জীবনকে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধময় করার জন্য সৎ ও ভালো প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অসৎ ও মন্দ প্রতিবেশী দ্বারা যাতে মানুষের কল্যাণ বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য ইসলাম সৎ প্রতিবেশী সৃষ্টির উপায়-উপকরণের শিক্ষা দিয়েছে। যার প্রতিবেশী খারাপ সে জানে সৎ প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা কত গুরুত্বপূর্ণ। ভালো প্রতিবেশীর সাহচর্য জীবনকে করে মধুময়। মন্দ প্রতিবেশী নরকতুল্য। সে মানুষকে বিষিয়ে তোলে এবং পদে পদে অশান্তি সৃষ্টি করে। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সে ব্যক্তি কখনো বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়।' (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)

একজন মানুষ ভালো কি মন্দ তা তার সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধন ও পাড়া-প্রতিবেশীরাই ভালো জানেন। তারা যাকে ভালো বলবে সে খারাপ হতে পারে না। আর তারা যাকে খারাপ বলবে সাধারণত সে ভালো হয় না। কারণ তারাই তাকে কাছ থেকে দেখে। তাই বিয়ে-শাদী বা অন্য কোনো কারণে কারো সম্পর্কে জানতে হলে তার সঙ্গী-সাথী ও প্রতিবেশীকেই জিজ্ঞেস করা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, মিরাজ রজনীতে আমি জান্নাতের দরজায় এ কথাটি লিখে দিয়েছি "দানের সওয়াব দশ গুণ আর কর্জ প্রদানের সওয়াব আঠার গুণ"। (ইবনে মাজাহ বায়হাকী)]

থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সেই সাথীই উত্তম যে তার নিজ সাথীদের কাছে উত্তম এবং আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশীই উত্তম যে তার নিজ প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।'

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত গর্হিত ও মন্দ কাজ। এ মন্দ কাজ এত বেশি ক্ষতিকর যে, সে ভালো কাজের ওপর জয়ী হয়ে যায়। একদা লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিবেদন পেশ করলো, 'অমুক মহিলা দিনে রোজা রাখে, রাতভর নামাজ পড়ে; কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। নবী করিম (সা.) বললেন, 'সে দোজখে যাবে।' অর্থাৎ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার গুনাহর পরিমাণ বা ওজন দিন-রাত ইবাদত করার সওয়াবের চেয়ে বেশি বা ভারী। প্রতিবেশীকে কষ্ট না দিলেই তার প্রতি দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যায় না। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, বিপদে-আপদে সাহায্য এবং উপকার করাও অবশ্য কর্তব্য। হাদীস শরিফে বর্ণিত আছে, 'দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন ধনী প্রতিবেশীর সম্পর্কে আল্লাহর কাছে এ বলে অভিযোগ করবে যে, 'হে আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমার কল্যাণ করেনি কেন এবং আমাকে তার ঘরে যেতে দেয়নি কেন?'

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সব প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। প্রতিবেশী যে কোনো ধর্মের বা বর্ণের এবং যে কোনো আদর্শের অনুসারীই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা ইসলামের সামাজিক বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সকল মানুষের প্রতি উদার, সহনশীল মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামে অবশ্যপালনীয়। মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সকল প্রতিবেশীর সাথে ভ্রাতৃত্বসূলভ আচরণ একজন মুসলিমের ঈমানের অঙ্গ। প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সব প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছে, তাকে বলে দাও সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে।'

সমাজ জীবনে অনেক শক্তিধর প্রতিবেশীকে দেখা যায়, দুর্বল বা সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিবেশীকে তাড়িয়ে তার বাড়ি-ঘর দখল করার জন্য তার ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চালানো হয়; তার ঘরের সামনে ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখা হয়, ঘর থেকে বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়, শিশু-কিশোরদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়া হয়, অহেতুক ও মিথ্যা মামলা দায়ের করে আর্থিকভাবে দুর্বল করে দেয়া হয়, মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়। ইসলাম এ ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এগুলোকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে বলেছেন, 'যে প্রতিবেশী তার কোনো প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে, যার ফলে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।'

সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিবেশী আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু হতে পারে। হতে পারে বিপদে পরামর্শদাতা, সুখের সঙ্গী। জীবন সায়াহ্নে ছেলেমেয়ের অনুপস্থিতিতে কাছে পেতে পারি প্রতিবেশীকে। আমরা তৈরি করতে পারি মধুর সম্পর্ক। তাই সামান্য ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করে আমাদেরকে সংযত হতে হবে, একে-অপরের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ দেখাতে হবে। প্রতিবেশীর হক আদায়ের বিষয়ে ইসলাম যে গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা যদি মানব জীবনে যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায় তা হলে কোনো সমাজে অশান্তি ও দুঃখ থাকবে না। সব ধরনের ক্লেশ ও পরস্পরের হানাহানি বিদূরিত হবে আর সমাজে প্রতিবেশীর যথাযথ অধিকারও সংরক্ষিত হবে।

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরজ রোজা অনাদায় রেখে মারা গেল, তার উত্তরাধিকারী বা অভিভাবক তার অনাদায়ী রোজার কাযা আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)]

যে বা যারা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরিব-দুঃখীজন ও অন্যান্য সবাইকে মানবতার দৃষ্টিতে যথারীতি ভালোবাসে; সে মূলত আল্লাহর হুকুমেরই তাবেদারি করে এবং সব মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ পালন করা বস্তুত স্রষ্টাপ্রেমের নামান্তর। তবে প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশের প্রতিযোগিতায় জঘন্য ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হওয়ার চেয়ে মনকে প্রকৃত অর্থে মানবপ্রেমের উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে সঠিকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাণাধিক ভালোবাসার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক একাডেমী ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ অ্যান্ড দাওয়াহ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকা। পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব হযরত মুহাম্মদ (সা:)

ভোগ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন

আমরা জীবন ধারণের জন্য আহার গ্রহণ করি। এই খাদ্য-পানীয় আমাদের দেহে পুষ্টি জোগায়, রোগ প্রতিরোধ করে এবং সর্বোপরি আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ্ তাই আল-কুরআনে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করে থাকো" (আল-কুরআন, ২:১৭২)।

উপরোক্ত আয়াতে "তাইয়্যেবাত" (পবিত্র বস্তু) বলতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য-পানীয়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, কিছু লোকের দুর্নীতির কারণে এ খাদ্যই আজ বিষে পরিণত হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ফলে আজ নানারকম রোগ মহামারীর মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি বৈকল্য, চর্ম রোগ ইত্যাদি ব্যাধি মানুষের দেহে বাসা বেঁধে অকালে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এ দেশে রেল ও বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত তেল কোথাও কোথাও সয়াবিন হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। জীবন-রক্ষাকারী ওষুধে ভেজাল মেশানো হচ্ছে। ফরমালিনযুক্ত মাছ-গোশত খেয়ে অন্ত্রের পীড়া হচ্ছে। ট্যালকম পাউডার দিয়ে সর্দি-কাশির লজেন্স তৈরি হচ্ছে। মরা মুরগি দেদারছে হোটেলে খাওয়ানো হচ্ছে। বিষাক্ত রং মিশিয়ে পানীয় ও মিষ্টি বানানো হচ্ছে। বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে ফলের রং আনা হচ্ছে। গুঁড়া দুধ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কসমেটিক ব্যবহার করা হচ্ছে। বাসি খাবার, পঁচা ডিম দিয়ে নানান ফাস্টফুড পরিবেশন করা হচ্ছে। ইউরিয়া মেশানো মুড়ি বেচা হচ্ছে। ভেজালের কবলে পড়ে শিশু, গর্ভবতী মাসহ সকল বয়সী মানুষ আজ জীবন যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে।

আগে আমরা শুনতাম যে দুধের সাথে পানি মেশানো হতো। আর আজ কত অকল্পনীয় কৌশলে যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে তা সাধারণ ক্রেতাদের বোঝার কোন উপায় নেই। মাঝে মধ্যে ভেজাল কারখানা, ভেজাল মেশানোর কৌশল ধরা পড়ছে বটে; কিন্তু এত বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুখোশধারী ব্যবসায়ীদের পুরোপুরি চিহ্নিত করা বড়ই কঠিন। একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তা হচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তন। আপাত লাভ যে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনছে তা বোঝানো যাবে না। ভেজালকারী তার একটি পণ্যে প্রতারণা করে তো আত্মশ্লাঘা বোধ করছে। কিন্তু সে আর দশটি পণ্য ভোগ করার জন্য যখন খরিদ করছে তখন তো ঠকছে।

সবচেয়ে বড় কথা, এ জীবনের দিনগুলো ফুরিয়ে যাওয়ার পর যখন আখেরাতে আল্লাহ্র সম্মুখীন হবে তখন তার কী উপায় হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না" (আল-কুরআন, ২:৪২)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতি করবে সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়" (সহিহ মুসলিমে সঙ্কলিত)।

وَعَنْ ابنَ عُمَرَ م قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ الله ق بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَه صَاحِبُه ، فَأَدْخَلَ يَدَه فِيْهِ ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِّئُ ، فَقَالَ: بِعْ هَذَا عَلَى حِدَه ، وَهَذَا عَلَى حِدَه ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه احمد)

"ইবন উমার (রা.) বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছু খাবারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বিক্রেতা তা বেশ সাজিয়ে সুন্দর অবস্থায় রেখে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তিনি ভেতর থেকে বৃষ্টি ভেজা খাবার তুলে আনলেন। দোকানীকে বললেন, এটা আলাদা বিক্রি কর, আর ভালোটা আলাদা বিক্রি করবে। যে আমাদের সাথে তথ্য গোপন করবে, প্রতারণা করবে সে আমাদের মুসলিম সমাজভুক্ত নয়।" (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ, বায্যার, তাবরানী ও আবু দাউদ)।

এখানে সরকারের সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসেছে। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

وَالْمُكْرُ وَالْخِدَاعُ فِىْ النَّارِ وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে সে আমাদের নয়। কূট-কৌশল ও প্রতারণাকারী জাহান্নামে যাবে।" (তাবরানী, ইবন হেবান)।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা:) -এর একটি হাদীস আমাদের লোভী মনকে ভেজালমুক্ত করতে সহায়ক হবে বলে আশা করি। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, لاتَشبّوا اللبن للبيع "তোমরা বিক্রির উদ্দেশ্যে দুধের সাথে পানি মেশাবে না"। এরপর তিনি বলেন–

ألا وإن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء فأضعف أضعافا فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه ألهم الله القرد صُرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل وفتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارا فرمى به فى البحر ، ودينارًا فى السفينة حتى قسمها نصفين

"জেনে রাখ! তোমাদের পূর্বেকার যমানায় (যখন মদ হারাম ছিল না) এক ব্যক্তি কোনো গ্রামে শরাব বিক্রি করতে গিয়ে তাতে কয়েকগুণ পানি মিশিয়ে বিক্রি করলো। ওই অর্থ দিয়ে সে একটি বানর খরিদ করলো। এরপর সমুদ্র পথে জাহাজে করে পাড়ি দিল। যখন সমুদ্রের গভীরে চলে গেল এ সময় আল্লাহ্ ওই বানরের মনে ঢেলে দিলেন যেন দীনারের ব্যাগটি নিয়ে আসে। বানরটি দীনারের থলিটি নিয়ে মাস্তুলের ওপর চড়ে বসল। সেখানে বসে থলিটি খুলে ফেললো। দীনারের মালিক ওদিকে তাকিয়ে রইল। বানরটি থলে থেকে একটি দীনার বের করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে আরেকটি দীনার জাহাজে ফেলছে। এভাবে সে দুভাগ করে দিল।"

এ হাদীসটিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। অপরকে ঠকানো পয়সা দিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। বরং কোনো না কোনো উছিলায় তা ধ্বংস হয়ে যায় অথবা দুঃখ-দুর্ভোগ ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ (সা:) -এর আরেকটি হাদীস এ প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللّٰهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

"যে ব্যক্তি কোনো ত্রুটিসহ কোনো দ্রব্য বিক্রি করল অথচ ক্রেতাকে তা জানালো না সে অব্যাহতভাবে আল্লাহ্‌র গজবে পড়ে থাকবে এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে।" (ইবন মাযাহ)।

আজ আমরা যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির নানা অর্থনৈতিক কারণ খুঁজে হয়রান হচ্ছি তখন একবার রাসূলুল্লাহ (সা:) -এর একটি হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে এসব প্রশ্নের জবাব মিলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ اَخَذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ

"কোন জাতির মধ্যে ওজনে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা দেখা দিলে অবশ্যই তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সরকারের নিপীড়ন এসে পড়বে।" (ইবন মাযাহ, আত-তারগীব, খ.৩, পৃ.৩৩।)

"অপর হাদীসে আছে– ওজনে ফাঁকি তথা উপাদান সঠিক মাত্রায় না দিলে আল্লাহ্‌ সে সমাজের জীবিকা সঙ্কুচিত করে দেন।" (আত-তারগীব, খ.৩, পৃ.৩০)।

ভেজালের প্রসঙ্গে নকল ও জালিয়াতির বিষয়টিও উঠে আসে। পরীক্ষায় নকল করে বেশি নম্বর পাওয়ার চেষ্টা এবং নকলের মাধ্যমে পাস করে যারা সার্টিফিকেট লাভ করে এবং পরবর্তীতে এদেরই কেউ কেউ শিক্ষক হয়-তারা নিশ্চয়ই উপযুক্ত শিক্ষক হন না। এইসব অযোগ্য শিক্ষকের ছাত্ররাও কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা লাভে ব্যর্থ হয়। এভাবেই জ্ঞান অর্জন না করেই সার্টিফিকেটের জোরে এবং তার সাথে তদবীর ও ঘুষের সহযোগে যারা চাকুরী বাগিয়ে নেন তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। এভাবেই যেমন মুরগি তেমন ডিম, আবার যেমন ডিম তেমন মুরগি- এই দুর্বল আবর্তন চলতে থাকে। ফলে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

আবার ধরা যাক, যারা টাকায় ভেজাল দিচ্ছে, জাল টাকা দিয়ে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করছে, আধুনিক মুদ্রণ কৌশল রপ্ত করে জাল টাকা বানিয়ে তা দিয়ে সম্পদের মালিক হচ্ছে - তারা মূলত অন্যের পরিশ্রমকে বিনে পয়সায় নিজের করে নিচ্ছে। অন্যকে ঠকাচ্ছে। এটি মারাত্মক জালিয়াতি। এইসব নোট বাজারে আসার পর মুদ্রাস্ফীতিসহ নানান অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। মুদ্রা জালিয়াতি হচ্ছে ঘরে বসে পরস্ব / সর্বস্ব অপহরণ। এটি চুরি-ডাকাতিকেও হার মানায়। অথচ সমাজে এই জাল টাকা নিয়ে কত সহজ-সরল মানুষ খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে।

দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের সনদ, সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট-ভিসা জালিয়াতি করে। যারা ধরা খাচ্ছে তারা দেশ-বিদেশে খুবই বিপদে পড়ছে। যারা এ কাজটি করে দিয়েছে তারা টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। যে উপকারভোগী সে একসময় ধরা পড়ে সামাজিকভাবে হেয়-প্রতিপন্ন হচ্ছে এবং আর্থিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার শিকার হচ্ছে।

এভাবে ভেজাল, নকল, জালিয়াতি ইত্যকার ধোঁকাবাজির মাধ্যমে সমাজের কাঠামো নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। অথচ যারা এ কাজগুলো করছে তাদের নামগুলোর অর্থ কতই না ইসলামী ভাবধারায় ব্যঞ্জনাময়। কেবল

নামে মুসলিম হলে তো চলবে না। মুনাফিকদের নামগুলোও মুসলিম নাম ছিল। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সে, যার যবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে"।

কিন্তু আফসোস! নামের মুসলমান কোটি কোটি আছে, প্রকৃত ইসলামী চরিত্রে উজ্জীবিত মুসলিম কতজন আছে?

ভেজাল আলেম, ভেজাল পীর, ভেজাল শিক্ষক, ভেজাল বিচারক, ভেজাল দোকানদার, ভেজাল লেখক, ভেজাল শিল্পপতি, ভেজাল সমাজসেবক আর ভেজাল জনদরদীতে ভরে গেছে দেশ। কারণ, ভালো জিনিসেরই নকল হয়। বাজারে চালু ব্রান্ডটিই নকল হয়। ওতেই ভেজাল দেয়া হয়। তেমনি ভালো লোকের মুখোশ পরে তারা মানুষ ঠকাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত হক্কানী আলেম, পীর-মাশায়েখ, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক, দিকনির্দেশনাকারী লেখক, শুভ উদ্যোক্তা শিল্পপতি, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মী এরাই তো জনগণের প্রকৃত বন্ধু ও অভিভাবক।

একটি উন্নত জাতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার সমাজের সম্পর্কের সূতোগুলো থাকতে হবে অটুট, সমাজদেহ থাকতে হবে সুস্থ। জনগণের আচার-আচরণ হবে অনাবিল ও কল্যাণকামী। মুসলিম হয়েও যদি আমরা ইসলামের মহান আদর্শকে ভুলে যাই অথবা সুন্দর সুন্দর নামের লোকগুলো প্রতিনিয়ত অসুন্দর কাজ করে যাই, তাহলে এটি আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে পূতঃপবিত্র চরিত্রের মুসলিম এবং সুনাগরিক হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মা'রূফ
পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাংলাদেশে ইসলামের সেবায় আমাদের কর্তব্য

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বিদেশী অর্থনৈতিক - সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, দুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের ইসলামবিরোধী অবিরাম প্রচারণা, এনজিওদের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা, পরিবার-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস করার সর্বগ্রাসী তৎপরতা চালানো, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ, টিভি, রেডিও ও বিভিন্ন চ্যানেল ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শবিরোধী অবিরাম প্রচারণা, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও তাদের নেতা-কর্মীদের ওপর বর্বর হামলা, ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য নির্মূল করার লক্ষ্যে একের পর এক ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের তাঁবেদারদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে এদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা ও শংকা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আসলে শংকার কোনো কারণ ছিল না যদি এখানে ইসলামের জন্য কাজ করার এখনো যে পরিবেশ রয়েছে, সুযোগ রয়েছে, তা ব্যবহার করা হত, কাজে লাগানো যেত।

হাজার বছর আগে এই জমিনে তো শুধু মূর্তি পূজা হত, নরবলি পর্যন্ত হত - ইসলামের কেনো নাম নিশানা ছিল না- সেই অবস্থায় যারা এদেশের ভাষা জানত না, কথা বুঝত না, যাদের দৈহিক গঠনে, খাদ্য অভ্যাসে এ অঞ্চলের মানুষের সাথে মিল ছিল না এমন কিছু সংখ্যক ভিনদেশী মানুষ এসে যদি তাদের আচার-আচরণ, স্বভাব চরিত্র, সেবা-খেদমত দিয়ে লাখো কোটি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারে, জনগণের ধর্মবিশ্বাসে, জীবনবোধে, আচার-আচরণে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে, তবে আজ লাখ লাখ আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, এত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, এত মাদ্রাসা, মসজিদ, সংঘ-সংগঠন থাকতে দিন দিন ইসলামের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে কেন ? ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমান্বয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে কেন ? নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও গলদ আছে, ভুল আছে, ত্রুটি আছে। আজ প্রয়োজন সেই ভুলগুলো খুঁজে বের করা, চিহ্নিত করা, সেগুলো দূর করার উপায় উদ্ভাবন করা এবং সে উপায়কে কাজে লাগানো। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য চাই, সেই লক্ষ্যে পৌঁছার বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী চাই, সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিরামহীন কর্মতৎপরতা চাই, চাই কঠোর অধ্যবসায়, সর্বোচ্চ ত্যাগ। ঘরে আগুন লেগেছে বলে বাড়ি ছেড়ে পলায়ন নয়, সে আগুন নেভানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

আসলে আমাদের অধিকাংশের অনুভূতিই যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। ভীরুতা, কাপুরুষতা যেন অনেকের মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। ব্যক্তিস্বার্থ, আত্মকেন্দ্রিকতায় যেন অনেককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পলায়নী মনোবৃত্তি যেন অনেককে পেয়ে বসেছে। অলসতা, গাফিলতি যেন গ্রাস করেছে। আদর্শ, চেতনা, ত্যাগ আর কোরবানি যেন অন্তর্হিত হতে চলেছে। আত্মমর্যাদা, জাতীয় চেতনাবোধ যেন অনেকের মন থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। ময়লা মাছির মত দুর্গন্ধ শুঁকে বেড়ানো, ঝগড়া, ফাসাদ, দ্বন্দ্ব-কোলাহলে মশগুল থাকা যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এগুলো সবই খারাপ লক্ষণ, এসবই ধ্বংসের আলামত।

"শুধু গাফলত শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথৈ ভ্রান্তি নিয়েছি তুলে
আমাদের ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখছে সভয়ে অস্ত গিয়েছে তাদের সিতারা শশী।"

মহান আল্লাহ্ এই গাফলত সম্পর্কেই বলেছেন, "তাদের মন আছে বটে, বুঝবার শক্তি নেই। তাদের চোখ আছে বটে, দেখতে পায় না। তাদের কান আছে অথচ শুনতে পায় না। তারা হয়ে গেছে চতুষ্পদ জীবের মত; বরং তার চাইতেও অধম। এরাই চরম ঔদাসীন্যে ডুবে রয়েছে।" (আরাফ ঃ ১৭৯)

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করে বলেছেন - 'ইহসাস ইনায়াত কর হার আসারে মুসিবত কা' হে প্রভু তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রদান কর যেন লক্ষণ দেখেই বুঝতে পারি বিপদের স্বরূপ। পূর্বাভাস দেখেই যেন বুঝতে পারি সর্বনাশা ঝড়ের গতি-প্রকৃতি-ভয়াবহতা। সে অনুভূতি, সে দূরদর্শিতাই আজ প্রয়োজন। আমার অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার জন্য, আমাকে আবার গোলামের গোলাম তস্য গোলামে পরিণত করার জন্য, আমার সকল অর্জন, সকল গৌরব, সকল মর্যাদা, সম্মান ধুলায় মিটিয়ে দেয়ার জন্য, আমার ইতিহাস, এতিহ্য, স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য বরবাদ করার জন্য কী ভয়াবহ যড়যন্ত্র, কী লোমহর্ষক অপতৎপরতা চলছে- প্রয়োজন সে সম্পর্কে সজাগ, সতর্ক হওয়া। প্রয়োজন গাফলতের চাদর, আরামের নিদ্রা, আলস্যের ভূষণ পরিত্যাগ করা, জড়তা, ভীরুতা, স্থবিরতা, নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা পরিহার করা; ন্যুজপৃষ্ঠ সোজা করে, শিরদাঁড়া টান করে, শির উর্ধ্বে তুলে দাঁড়ানো। আজ প্রয়োজন ঈমানী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে, আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত হয়ে আবার কর্মক্ষেত্রে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়া। আমি মুসলিম, আমার তকবির আল্লাহু আকবার, আমার কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ'। আমি আল্লাহ্‌র সৈনিক হিজবুল্লাহ। আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার আবির্ভাব। বিশ্ব মানবের দিশারীরূপে, পথপ্রদর্শকরূপে, তাদের কল্যাণের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অসত্য ও অন্যায় উচ্ছেদের জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। আমার নবী সারা দুনিয়ার কুফরির মোকাবেলায়, শিরকের মোকাবেলায়, জুলুম-অত্যাচারের মোকাবেলায়, অজ্ঞানতা, মূর্খতা, কুসংস্কারের মোকাবেলায় একা দাঁড়িয়েছেন; সমগ্র দুনিয়ার শত্রুতা - বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে, অবহেলা করে দৃপ্ত পদক্ষেপে সামনে অগ্রসর হয়েছেন; অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার সংগ্রাম চালিয়েছেন। কেনো ভয় কিংবা প্রলোভন একচুলও তাকে নীতিচ্যুত, আদর্শচ্যুত, লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। আমার নবী বলেছেন, "লা তুশরিক বিল্লাহ ওয়াইন হুররিকতা আও কুতিলতা" শিরক করো না আল্লাহ্‌র সাথে, যদি তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে কিংবা কতল করা হয়। তাহলে আমি মূর্তি নির্মাণের জন্য আসিনি। আমি দেব-দেবীর কাছে মাথা নত করতে আসিনি। আমি মূর্তির অভিশাপ, পৌত্তলিকতার অভিশাপ উচ্ছেদের জন্যই আবির্ভূত হয়েছি। আমার ইতিহাস মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার ইতিহাস, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ইতিহাস, ইনসাফ ও ন্যায় কায়েম করার ইতিহাস। এ ইতিহাস ম্লান করার সাধ্য কারোর নেই। 'তৌহিদ কি আমানত সীঁনু মে হ্যাঁয় হামারে/আঁসা নেহী মেটানা নাম ও নেশা 'হামারা'। আমার এ বক্ষে বিদ্যমান তৌহিদের পবিত্র আমানত, দুনিয়ার কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় আমার নাম ঠিকানা মুছে ফেলা। 'বাতেল ছে দবনেওয়ালা আয় আসেমা' নেহি হাম/সওবার কর চুকা হ্যায় তু ইয়ে ইমতিহান হামারা। - অসত্য অন্যায়ের কাছে পরাভূত হওয়ার জাতি আমরা নই-হে আকাশ, শত সহস্রবার তুমি এই পরীক্ষা নিয়ে দেখেছ। হ্যাঁ, আমরা সেই জাতি-

"নহি মোর জীব ভোগ বিলাসের
শাহাদাত ছিল কাম্য মোদের
ভিখারি বেশেতে খলিফা যাদের
শাসন করিছে আধা জাহান।"

সুতরাং আর ভয় কিসের ? পরোয়া করি কার ?

"মুখেতে কলেমা হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার হৃদয় লইয়া ইশক আল্লার
চল আগে চল বাজে বিষাণ
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমার নিকট যখন দু'ব্যক্তি কোন বিচার নিয়ে আসে তখন প্রথম জনের পক্ষে রায় দিও না, যে পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য না শুনে নাও। এমন করলেই তুমি বুঝে নিতে পারবে, কিভাবে বিচার করতে হবে। (তিরমিযি)]

বাধা যে রে তোর পাক কোরান
বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমাম
শির উঁচু করে মুসলমান"।

আমি যখন একজন মুসলমান তখন আমার চারপাশে মুসলিম নামধারী ব্যক্তিরা অজ্ঞানতার কারণে কিংবা প্রবৃত্তির তাড়নায়, শয়তানের প্ররোচনায়, পরিবেশের প্রভাবে, কুসংস্কারের বশে অথবা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণে বা যে কোন উপলক্ষে শিরক করবে, কুফরি ছড়াবে, পাপাচার-কামাচার, অশ্লীলতা-বেহায়ামীর প্রসার ঘটাতে থাকবে, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাবে, সমাজবিধ্বংসী, রাষ্ট্রদ্রোহী, নৈতিকতা বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকবে আর আমি তা কেবল নীরব দর্শক হিসাবে দেখে যাব, সয়ে যাব, এর বিরুদ্ধে মুখ খুলব না, কথা বলব না, এর প্রতিকারের-প্রতিরোধের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করব না, তৎপরতা চালাব না, সোচ্চার হব না, সক্রিয় হব না - এটা সত্যিকার মুসলমানের কাজ নয়, এটা ইসলামী শিক্ষা নয়।

মহান আল্লাহ কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন ঃ
"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দান করবে। অন্যায়-অসত্য কাজ নিষেধ করবে, প্রতিহত করবে।" (৩ ঃ ১১০)
"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকতেই হবে যারা মানুষদের কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দেবে আর পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে, এরাই হচ্ছে সফলকাম।" (৩ ঃ ১০৪)
"মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয়। অসৎ কাজে নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে। যাকাত দেয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ এদেরকেই কৃপা করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (৯ঃ৭১)
"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহর পথে সেসব অসহায় নর-নারী শিশুগণের জন্য ? যারা বলে হে তোমাদের প্রতিপালক ! এ জনপদ যার অধিবাসী জালিম, এখান থেকে আমাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাও, তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার পথ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" (৪ঃ৭৫)
একজন মুসলমান নিজে যেমন যাবতীয় অন্যায়, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বাঁচবে অন্যকেও তেমন বাঁচাবে। মহান আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তুমি নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক এবং তোমার আহাল পরিজনকেও বাঁচাও।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন ঃ
"তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন অভিভাবক, কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজ নিজ অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে-আল্লাহর হুজুরে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে।"

প্রিয় নবী (সঃ) আরো বলেন ঃ "তোমাদের যে কেউ কোনো অন্যায় ও পাপ কাজ হতে দেখবে সে যেন হাত (শক্তি) দিয়ে তা নির্মূল করে। সে শক্তি না থাকলে মুখ দিয়ে তার বিরোধিতা করবে, তেমন শক্তিও যদি না থাকে তবে যেন মনে মনে ঘৃণা করে আর এটা হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান"। (মুসলিম) "অন্যায় ও দুষ্কর্ম হতে দেখার পরও লোকেরা যদি তা প্রতিহত করার চেষ্টা না করে তবে অচিরেই তারা সকলে আল্লাহর আজাব দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে"। (তিরমীজি)

আল্লাহর হাবীব হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন ঃ

"সেই মহান সত্তার কসম যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সত্য ও ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অসত্য ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। যদি তা না কর তবে অচিরেই আল্লাহতায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর আজাব নাজিল করবেন। এরপর তোমরা তাঁকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না"। (তিরমীযী) পবিত্র কুরআনে ইসরাইলী সম্প্রদায়ের একটি দল আল্লাহর গজবে বানর হয়ে যাওয়ার ঘটনার উল্লেখ আছে। তাদের অপরাধ ছিল আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শনিবার দিনে মাছ শিকার করা। তাফসিরের কিতাবে আছে, নিষিদ্ধ দিনে মাছ শিকারের ব্যাপারে ইসরাইলীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক দল ছিল সরাসরি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকারকারী, আর একদল ছিল এ কাজে বাধাদানকারী, অপর দলটি ছিল মৌনতা অবলম্বনকারী নীরব দর্শক। আল্লাহর গজব যখন নাজিল হল তখন মাছ শিকারী এবং মৌনতা অবলম্বনকারী নীরব দর্শক এ দুই দলই বানরে রূপান্তরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল, কেবলমাত্র বাধা প্রদানকারী দলটিই আল্লাহর গজব থেকে রেহাই পেল।

তাই কোনো মুসলমানের জন্য অন্যায়, জুলুম, পাপাচার দেখে মৌনতা অবলম্বন করার, নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করার অবকাশ নেই। সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে এই পাপে বাধা দেয়ার জন্য। এর উচ্ছেদ সাধন করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহর রাসূলকে এই পৃথিবীতে পবিত্র কুরআনসহ, সত্য দ্বীনসহ পাঠানো হয়েছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য। এ দায়িত্ব তাঁর উম্মতদের কাঁধে অর্পিত। এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া, আত্মনিয়োগ করা সর্বযুগের, সর্বকালের সকল দেশের মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ মুসলমানদের এই সংগ্রামী ভূমিকায়ই দেখতে চান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সে দ্বীনই নির্ধারণ করেছেন যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নূহকে আর যার প্রত্যাদেশ করেছি আমি তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ করো না"। (৪২ঃ১৩)

"হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদের সেই ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে ? তা হচ্ছে এই, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। (এর ফলে) আল্লাহ তোমাদের গুনাখাতা মাফ করে দেবেন এবং এমন বেহেশতে তোমাদের প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে সদা বহমান ঝর্ণাধারা। চিরস্থায়ী বেহেশতের অতি উত্তম বাসগৃহ তোমাদের দান করবেন। এটাই পরম সাফল্য"। (৬১ ঃ ১৩-১৩)

একজন ঈমানদার মুসলমানের জন্য কেবল নিজে অন্যায় না করাই যথেষ্ট নয়, অন্যায় উচ্ছেদ করাও তার দায়িত্ব। অন্যায় করার মত অন্যায় সয়ে যাওয়াও অপরাধ। সে আল্লাহর খলিফা। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা তার দায়িত্ব। সে অন্যায় উচ্ছেদের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। এ কাজ যথাযথভাবে করার জন্য হতে হবে ঐক্যবদ্ধ, চালিয়ে যেতে হবে সম্মিলিত সংগ্রাম। এখানে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হওয়ার কারণ যেমন ঈমানে আমলে মজবুত ও নিষ্ঠাবান না হওয়া, যেমন সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় ও সংগ্রামী না হওয়া - তেমনি শংকিত হওয়ার কারণ ফাসাদ এবং দলাদলিতে মশগুল থাকাও। আল্লাহপাক আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু আদর্শের ধারক ও বাহক হওয়ার দাবিদাররাও পারছেন না ঐক্যবদ্ধ হতে, সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। আল্লাহপাক আমাদের হুশিয়ার

করে দিয়েছেন, 'তোমরা ঝগড়া-ফাসাদ করো না, বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে, ধ্বংস হয়ে যাবে'। এসব আদেশ-নির্দেশ হুশিয়ারি সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও আমরা সেই ফাসাদেই লিপ্ত, আমরা সেই বিচ্ছিন্নতারই বীজ বুনে চলি।

সত্যিই আজ আমরা ইতিহাসের এমন এক বাঁকে এসে উপনীত হয়েছি যেখানে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়ার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ। যদি আমরা চাই এই সমাজ মনুষ্য বসবাসের উপযোগী থাকুক, এই হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, পাপাচার থেকে জাতি মুক্তি পাক, যদি আমরা চাই এই জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার, বেইনসাফি, বিভেদ-বৈষম্যের অবসান হয়ে সুখী-সুন্দর দিনের আবির্ভাব ঘটুক, যদি আমরা চাই সকল ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র, সকল আগ্রাসী শক্তির অপতৎপরতা স্তব্ধ হয়ে যাক, যদি আমরা চাই আমাদের আগামী প্রজন্মসমূহ এই জমিনে ঈমান-ইসলাম নিয়ে, নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় নিয়ে একটি উন্নত জাতি হিসাবে সগর্বে সগৌরবে চিরকাল বসবাস করুক - তবে সব অপশক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে।

যদিও শ্বাপদ তোলে বিষাক্ত ফণা
যদিও এখানে অসহ্য হল হীনতার যন্ত্রণা
তবু বহুদূরে ডাক দিল আজ হেরার শিখর চূড়া
ডেরার কপাট খোলো আজ বন্ধুরা
পাশবিকতার ললাটে তীক্ষ্ণ তীর উদ্যত করো
এই সংগ্রাম জেহাদ বৃহত্তর।

কবি রূহুল আমীন খান

RIBA AND ITS TYPES

Definition of Riba or Interest:

The word 'Riba' means express, increase or addition, which correctly interpreted according to shariah terminology, implies any excess compensation without due consideration. This definition of Riba is derived from the Holy Quran and is unanimously accepted by the all Islamic Scholars.

There are two types of Riba:
1) Riba An Nasiyah.
2) Riba Al Fadl.

Riba An Nasiyah is defined as excess, which results from predetermined interest which a lender receives over and above the principal (Ras ul Maal).

Riba Al Fadl is defined as excess compensation without any consideration resulting from a sale of goods.

During the dark ages, only the first form (Riba An Nasiyah) was considered to be Riba.
However the Holy Prophet also classified the second form (Riba Al Fadl) as Riba.
The first and primary type is called Riba An Nasiyah or Riba Al Jahiliya.
The second type is called Riba Al Fadl, Riba An Naqd or Riba Al Bai.
Since the first type was specified in the Quranic verses before the sayings of the Holy Prophet, this type was termed as Riba al Quran. However the second type was not understood by the Quranic verses alone but also had to be explained by the Holy Prophet, it is also called Riba al Hadees.

Riba An Nasiyah

This is the real and primary form of Riba. Since the verses of Quran has directly rendered this type of Riba as haram, it is called Riba Al Quran. Similarly since only this type was considered Riba in the dark ages, it has earned the name of Riba Al Jahiliya. Imam Abu Bakr Hassan Razi has outlined a complete and prohibiting legal definition of Riba An Nasiyah in the following words:
"That kind of loan where specified repayment period and an amount in excess of capital is predetermined."

One of the hadith quoted by Ali Ibn Abi Talib (RAA) has defined Riba An Nasiyah in similar words. The Holy Prophet said:
"Every loan that draws interest is Riba."
The famous Sahabi Fazala Bin Obaid has also defined Riba in similar words:
"Every loan that draws profit is one of the forms of Riba"
The famous Arab scholar Abu Ishaq az Zajjaj also defines Riba in the following words:
"Every loan that draws more than its actual amount"
The fact that Riba An Nasiyah is categorically haram has never been disputed in the Muslim community.

Riba Al Fadl

The second classification of Riba is Riba Al Fadl. Since the prohibition of this Riba has been established on Sunnah.

Riba Al Fadl actually means that excess which is taken in exchange of specific homogenous commodities and encountered in their hand-to-hand purchase & sale as explained in the famous hadith:

The Prophet said, "Sell gold in exchange of equivalent gold, sell silver in exchange of equivalent silver, sell dates in exchange of equivalent dates, sell wheat in exchange of equivalent wheat, sell salt in exchange of equivalent salt, sell barley in exchange of equivalent barley, but if a person transacts in excess, it will be usury (Riba). However, sell gold for silver anyway you please on the condition it is hand-to-hand (spot).

These six commodities can only be bought and sold in equal quantities and on spot. An unequal sale or a deferred sale of these commodities will constitute Riba.

Riba related Quranic verses

“That which you give as interest to increase the peoples’ wealth increases not with Allah; but that which you give in charity, seeking the goodwill of Allah, multiplies manifold.”- (Sura al-Rum, verse 39)

“And for their taking interest even though it was forbidden for them and their wrongful appropriation of other peoples’ property. We have prepared for those among them who reject faith a grievous punishment.”- (Sura al-Nisa, verse 161)

"O believers, take not doubled and redoubled interest, and fear Allah so that you may prosper. Fear the fire which has been prepared for those who reject faith and obey Allah and the Prophet so that you may receive mercy."- (Sura al-Imran, verse -130-2)

"Those who benefit from interest shall be raised like those who have been driven to madness by the touch of the Devil; this is because they say: "Trade is like interest while Allah has permitted trade and forbidden interest. Hence those who have received the admonition from their Lord and desist, may keep their previous gains, their case being entrusted to Allah; but those who revert shall be the inhabitants of the fire and abide."- (Sura al-Baqarah, verse -275)

"Allah deprives interest of all blessing but blesses charity; He loves not the ungrateful sinner."- (Sura al-Baqarah, verse -276)

"Those who believe, perform good deeds, establish prayer and pay the zakat, their reward is with their Lord; neither should they have any fear, nor shall they grieve."- (Sura al-Baqarah, verse -277)

"O believers, fear Allah and give up what is still due to you from the interest (usury), if you are true believers."- (Sura al-Baqarah, verse -278)

"If you do not do so, then take notice of war from Allah and His Messenger. But, if you repent, you can have your principal. Neither should you commit injustice nor should you be subjected to it."- (Sura al-Baqarah, verse -279)

"If the debtor is in difficulty, let him have respite until it is easier, but if you forego out of charity, it is better for you if you realize."- (Sura al-Baqarah, verse -280)

"And fear the Day when you shall be returned to the Lord and every soul shall be paid in full what it has earned and no one shall be wronged."- (Sura al-Baqarah, verse -281)

Riba related Hadiths

From Jabir (RAA) -"The Prophet (Saw), may curse the receiver and the payer of interest, the one who records it and the two witnesses to the transaction and said: They are all alike [in guilty]"-. (Muslim, Kitab al-Musaqat, Bab la'ni akili al-riba wa mu'kilihi; also in Tirmizi and Musnad Ahmad).

From Jabir Ibn Abdallah (RAA). "Giving a report on the Prophet's (Saw) Farewell Pilgrimage said: The Prophet (Saw), addressed the people and said "All of the riba of Jahiliyyah is annulled. The first riba that I annual is our riba, that accruing to 'Abbas Ibn

Abd al-Muttalib [the Prophet's uncle]; it is being cancelled completely." - (Muslim, Kitab al-Hajj, Bab Hajjati al-Nabi (Saw), may also in Musnad Ahmad).

From Abdallah Ibn Hanzalah (RAA). "The Prophet (Saw) said: "A dirham of riba which a man receives knowingly is worse than committing adultery thirty-six times" - (Mishkat al- Masabih, Kitab al-Buyu, Bab al-riba, on the authority of Ahmad and Daraqutni). Bayhaqi has also reported the above hadith in Shu'ab al-Imam with the addition that "Hell befits him whose flesh has been nourished by the unlawful".

From Abu Hurayrah (RAA). "The Prophet (Saw) said: On the night of Ascension I came upon people whose stomachs were like houses with snakes visible from the outside. I asked Gabriel who they were. He replied that they were people who had received interest." - (Ibn Majah, Kitab al-Tijarat, Bab al-taghlizi fi al-riba; also in Musnad Ahmad).

From Abu Hurayrah (RAA). "The Prophet (Saw) said: Riba has seventy segments, the least serious being equivalent to a man committing adultery with his own mother" - (Ibn Majah).

From Abu Hurayrah (RAA). "The Prophet (Saw) said: There will certainly come a time for mankind when everyone will take riba and if he does not do so, its dust will reach him." - (Abu Dawud, Kitab al-Bayu' Bab fi ijtinabi al-shubuhat; also in Ibn Majah).

From Abu Hurayrah (RAA). "The Prophet (Saw) said: Allah would be justified in not allowing four persons to enter paradise or to taste its blessings: he who drinks habitually, he who takes riba, he who usurps an orphan's property without right, and he who is undutiful to his parents" - (Mustadrak al-Hakim, Kitab al-Buyu).

Dr. Mohammed Haider Ali Miah
Additional Managing Director
EXIM Bank, Dhaka

গুলশান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বিভিন্ন জু'মায় প্রদত্ত খুতবার উদ্ধৃতাংশঃ

সালামের প্রথা চলবে অনন্তকাল [৩০/১২/২০০৫]

হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম ফেরশতাদেরকে সালাম দিলেন, ফেরেশ্‌তারাও সালামের জবাব দিল। তারপর আল্লাহপাক আদম আলাইহিস্‌সালামকে জিজ্ঞেস করলেন; হে আদম ! ফেরেশ্‌তারা তোমার সালামের জবাবে কি বলেছে। আদম আলাইহিস্‌সালাম বললেন, তারা ওয়া আলাইকুমুসসালাম বলেছেন। আল্লাহপাক বললেন, হে আদম ! তুমি কি বললে আর তারা তোমার জবাবে কি বলল; তা স্মরণ রেখো। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আসবে, অনেক মাসায়ালার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে। জেনে রেখো, যতদিন এ পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, ততদিন এ হুকুমের কোন পরিবর্তন আসবে না। সুতরাং কোন নবীর যুগেও এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। শুধু তাই নয়, কবরেও পরিবর্তন হবে না, হাশরেও পরিবর্তন হবে না, পুলছিরাতেও না। কিয়ামত হয়ে যাবে, নামায রোযা হজ্ব-যাকাত কিছুই থাকবে না, কিন্তু সালামের প্রথা চালু থাকবে। জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করতে থাকবে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলবে। জান্নাতে প্রবেশ করার পরও সালাম থাকবে, জান্নাতীরা যখন আল্লাহকে দেখবে তখন আল্লাহপাক বলবেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। যতদিন জান্নাতে থাকবে ততদিন সালাম পাবে। জান্নাতে মানুষ কতদিন থাকবে ? অনন্তকাল, অনির্দিষ্টকাল। হিন্দুরা অবশ্য অন্য কথা বলে। তারা বলে, যারা এ দুনিয়াতে খারাপ কাজ করে, মৃত্যুর কিছুদিন পর তারা এ দুনিয়ায় আবার কুকুর হয়ে ফিরে আসে। আর যারা ভালো করে তারা মানুষ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু ইসলামের আকিদা হলো, যারা কালেমা পড়ে জান্নাতে প্রবেশ করল, তারা চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকবে। আল্লাহপাক আমাদের বোঝার তাওফিক দান করুন।

হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের সেই সালাম পৃথিবীতে চলছে এবং চলতে থাকবে। কারণ সালাম হলো শান্তির বাণী। সহীহ শুদ্ধ সালাম আদান-প্রদান কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে শান্তি আসবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন মুসলমান পার্থিব মনোমালিন্যের কারণে তিন দিনের বেশি সালাম বন্ধ রাখতে পারবে না। বন্ধ রাখলে তার কোন ইবাদত কবুল হবে না, এমনকি হজ্বও কবুল হবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন কোন অপরাধ নেই, যার জন্যে সালাম বন্ধ রাখা যাবে। হাদীসে রয়েছে প্রথম সালামদাতা আল্লাহর প্রিয়।

তিন দিন কথা-বার্তা বন্ধ রাখার পর যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে আল্লাহ বলেন ! সে আমার কাছে বেশি প্রিয়। এখানেও আমাদের মধ্যে সীমালংঘন হয়। দুজনের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণে কথা বন্ধ হলে কথা-বার্তা চালু হওয়ার পর যখন কেউ জিজ্ঞেস করে যে, কি ব্যাপার ! আপনারা দেখি আবার মিলে গেছেন, কথা-বার্তাও যে শুরু করেছেন ? তখন যে ব্যক্তি পরে কথা বলতে শুরু করেছে সে বলে, কি আর করব সে আমার কাছে এসে ঘেঁষে ঘেঁষে সালাম দেয়। এ ধরনের বাহাদুরি করা ঠিক নয়।

মুহাব্বাতের অর্থ [১১/০১/২০০৮]

কেবল মুখে মুখে দাবি করলেই নবীর প্রতি ভালোবাসা গ্রহণযোগ্য হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার অর্থ কি তা তিনি নিজেই বলে গেছেন। হযরত আনাসের বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেনঃ "যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে"।

এই হাদীসে নবীর প্রতি ভালোবাসার প্রতীক এবং নিদর্শন হিসেবে সুন্নাতকে নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সারমর্ম এই যে, যে দাবী করে যে, তার ভেতর নবীর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, সে আমার প্রতি আনুগত্যশীল হবে এবং আমার সুন্নাতের অনুসরণ এবং অনুকরণ করবে। আর যার ভেতর আমার আনুগত্য নেই এবং আমার সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ নেই, তার মধ্যে আমার ভালোবাসা ও মুহাব্বাত নেই। কারণ ভালোবাসা এমন জিনিস যে, যে বস্তুর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা থাকে, মানুষ তাকে লাভ করার চেষ্টা করে, অর্থ ব্যয় করে, সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে।

হযরত হুযাইফা একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে পারস্যের রাষ্ট্রীয় মেহমান হয়ে তাদের আপ্যায়নে শরিক হন। কিন্তু খাওয়ার সময় গোশতের একটি টুকরা পড়ে গেলে তিনি তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলেন। একজন তাকে বললো আপনি এরূপ করলেন কেন? শাহী দরবারে এরূপ করা অভদ্রতা এবং নীচুতার পরিচায়ক। প্রতি উত্তরে তিনি বলেন ঃ "এই আহম্মকদের খাতিরে আমার হাবীবের সুন্নতকে ছেড়ে দেব ? মোটেই সম্ভব নয়।"

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সুন্নাতের উপর আমলের মাধ্যমে রাসূলের প্রতি ভালোবাসার যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনাবলী বিদ্যমান রয়েছে।

আমাদের মাঝে যারা বেদ্বীনদের অনুকরণ করি, তাদের অনুকরণের পেছনেও এই একই কারণ, অর্থাৎ ভালোবাসা এবং মুহাব্বত। ইংরেজদের নিয়মে মাথার চুল রাখা, সুট-কোট পরা, টাই লাগানো ইত্যাদির কারণ কি ? যারা এগুলো ব্যবহার করে তাদের কাছে যদি এগুলো সুন্দর আকর্ষণীয় মনে না হতো, তাহলে কি ব্যবহার করতো ? আজ সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে বেদ্বীনদের লেবাস-পোশাক, বেদ্বীনদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুসরণ ও অনুকরণের হিড়িক কেন ? এই একই কারণ যে, অন্তরে এগুলোর প্রতি মুহাব্বাত এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে আছে। আর যে যাকে ভালোবাসে, হাশরের ময়দানে তার সাথেই তার হাশর হবে এবং তা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহপাকের দুটি নসিহত [১৫/০২/২০০৮]

দুটি আয়াত আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি। এ দুটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে দুটি নসিহত করেছেন। নসিহত এজন্য করেছেন, যাতে মানুষ এর উপর আমল করে। আমল করলে মানুষের ফায়দা হবে। প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে বিষয়ে তোমাদের জানা নেই, সে বিষয়ে যারা জানে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও। এজন্য যে, তোমাদের দুনিয়ার জীবন হল আমলের জীবন।

আর আখেরাতের জীবন হল আমলের ফল উপভোগ করার জীবন। তাই যাতে আখেরাতে তোমাদের লাভের জীবন হয়, মুক্তি ও নাজাতের ব্যবস্থা হয়, সে জন্য দুনিয়াতে তোমাদের সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। যে জিনিসটা লাভের, সেটা জ্ঞানের মাধ্যমে সঠিকভাবে জেনে সে অনুযায়ী আমল করলে তবেই লাভ অর্জিত হয়। দুনিয়া তো অস্থায়ী, এখানে আমরা সবকিছু দেখতে পারি, বুঝতে পারি, বিবেচনা করতে পারি। এখানেই যখন উল্টা-পাল্টা কিছু করলে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়ে যায়, আখেরাতের বিষয়গুলো তো আমাদের চোখের সামনে নেই, বরং আখেরাতের পুরো জীবনটাই আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে, বিবেচনা এবং অভিজ্ঞতার বাইরে। সেক্ষেত্রে তো আরো অধিক ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর ভুল হয়ে গেলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে আখেরাতে। তাই বলা হচ্ছে-

"যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞাণীগণকে জিজ্ঞেস করো।"

দ্বীনী মাসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে যদি তোমাদের জানা না থাকে, তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। তাহলে জানাও হবে এবং আমল সহিহ-শুদ্ধ হবে। আর সহিহ শুদ্ধ অল্প আমল অশুদ্ধ অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম। দুই নাম্বার আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

"আর তুমি উপদেশ দাও, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।"

ইসলাম কল্যাণমুখী সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম [১৪/০৩/২০০৮]

ইসলাম ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকল্যাণমুখী ধর্ম। এটা শুধু মুখের কথা নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ইসলামই এমন এক জীবন-ব্যবস্থা ও জীবন-বিধান যাতে মানবতার কল্যাণ, মনুষ্যত্বের মূল্যায়ন, জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্য কোন ধর্ম এমনটি দেখাতে পারবে না। এ জন্য ইসলাম ধর্মে শিক্ষার গুরুত্ব আরো অধিক। চরিত্র গঠনে, সমাজ বিনির্মাণে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়, দুনিয়ার ব্যাপারে ও আখেরাতের ব্যাপারে এক কথায় সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। মুসলিম হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সুতরাং যেখানেই কর্ম রয়েছে, সেখানেই শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেবে। যদি শিক্ষা না থাকে, তাহলে মানুষের আক্বীদা ঠিক থাকবে না, ইবাদত ঠিক থাকবে না, লেনদেন ঠিক থাকবে না। মোটকথা শিক্ষা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাত কোনটাই ঠিক থাকবে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রেরিত নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম না ইবাদতের নির্দেশ দিলেন, না শুকরিয়ার নির্দেশ দিলেন, না নামাযের নির্দেশ দিলেন, না রোযার নির্দেশ দিলেন, না কোন আক্বীদার নির্দেশ দিলেন, বরং সর্বপ্রথম নির্দেশ দিলেন জ্ঞানার্জনের। অর্থাৎ আল্লাহ বললেন, তোমার এবং তোমার উম্মতের জন্য জ্ঞানার্জনকে আমি প্রধান বিষয় হিসেবে ঘোষণা দিলাম। কেননা জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মের প্রচার-প্রসার লাভ হবে।

"তুমি পড়া শুরু করো তোমার প্রভুর নামে। যিনি তোমার লালন পালনকর্তা।" এখানে আল্লাহর অস্তিত্ব ও আল্লাহ্র একটি বিশেষ গুণের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদানে যে সকল বস্তু প্রতিবন্ধক হতে পারে, তন্মধ্যে অন্যতম দুনিয়ার মুহাব্বত। দুনিয়াতে থাকতে গেলে মানুষের পানাহার, ঘর-বাড়ি,

অর্থ-সম্পদসহ আরো কত কিছুর প্রয়োজন রয়েছে। এ সকল প্রয়োজন না মিটিয়ে উপায় নেই, কিন্তু এগুলো মিটাতে গিয়েই মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় অর্থলিপ্সা, পদের লোভ, ক্ষমতার লোভ। এগুলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও আখেরাতের চিন্তার পথে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, পদমর্যাদা, শক্তি, অর্থ সম্পদের

মূল চাবিকাঠি আমার হাতে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেয়া-নেয়ার মালিক আমি। সুতরাং কার ভয়ে তুমি আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করো। বোঝা যায় যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদার বিষয় হলো আল্লাহর অস্তিত্ব ও আল্লাহর একত্ববাদ। কিন্তু এটাকেও দ্বিতীয় নম্বরে রাখা হয়েছে, আর জ্ঞান চর্চাকে রাখা হয়েছে এক নম্বরে।

শরীয়তের সকল বিধান মানুষের কল্যাণের জন্য [১৫/০৮/২০০৮]

শরীয়তে যত প্রকার হুকুম-আহকাম আছে, যেমন ইবাদতের ব্যাপারে, আক্বীদার ব্যাপারে, লেনদেনের ব্যাপারে, দুনিয়ার ব্যাপারে, আখেরাতের ব্যাপারে-এক কথায় শরীয়তের যত ব্যাপারে হুকুম এসেছে, সবগুলো হুকুমই ব্যক্তি ও সমাজের শান্তির জন্য, নিরাপত্তার জন্য। আমাকে বলা হয়েছে, আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে মানবে না, এটাও আমার দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তার জন্য। আমাকে বলা হয়েছে, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান, এটাও আমার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য। আমাকে বলা হয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো, এটাও আমার দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি, নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য। এভাবে যাকাত বলেন, ফিতরা বলেন, এক কথায় ইসলামের করণীয় যত হুকুম আছে, তার মধ্যে একটা হুকুমের ব্যাপারেও আপনি একথা বলতে পারবেন না যে, এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি নেই। আর যেগুলোর ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। এমন একটাও বিষয় নেই, যা আপনাকে শরীয়ত নিষেধ করেছে, অথচ সেটাতে আপনার লাভ রয়েছে। শরীয়তের বর্জনীয় এমন একটা হুকুমও আপনি দেখাতে সক্ষম হবেন না, যা করলে আপনার ক্ষতি হবে না। আজ হোক কাল হোক, দুনিয়াতে হোক আখেরাতে হোক তা আপনার অপকার সাধন করবেই। এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। সুতরাং বোঝা গেল যে, শরীয়তের প্রতিটা আদেশ ও নিষেধ আমার মঙ্গলের জন্য এসেছে।

মাওলানা মাহ্‌মূদুল হাসান
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
খতীব, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির কার্যক্রম

১৯৭৪ সাল থেকে আমাদের প্রথম সভাপতি মরহুম মাগফুর আলহাজ্ব দেওয়ান আব্দুল বাছেত সাহেবের নেতৃত্বে ৩০ জন উদ্যোক্তা সদস্যের সমন্বয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠার সার্বিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৭৬ সালে তৎকালীন ডি.আই.টি নির্ধারিত গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ্‌র জন্য নির্ধারিত জায়গাটি বরাদ্দ পাওয়া যায়। অতঃপর একটি চালা টিনের ছাউনি ও বেড়া দিয়ে কাঁচা ঘরে তৎকালীন খতিব মরহুম মাওলানা আব্দুস সালামের প্রথম ইমামতিতে গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের (তখন আজাদ মসজিদ নামে খ্যাত) যাত্রা শুরু হয়। আমাদের সোসাইটির শুরু থেকে অদ্যাবধি যারা গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল পদে অধিষ্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করেছেন, তারা হলেন ঃ সভাপতি পদে সর্বজনাব মরহুম দেওয়ান আবদুল বাসেত, মরহুম বিচারপতি আবদুল জব্বার খান, মরহুম মোঃ শাহজাহান, মরহুম মোশাররফ আলী, মরহুম কে, এম, এম, আব্দুল কাদের, মরহুম এম, মশিহুর রহমান, মরহুম কাজী এ, গোফরান এবং বর্তমানে সৈয়দ আহমাদ এবং সেক্রেটারী জেনারেল পদে সর্বজনাব মরহুম শামসুদ্দিন, মরহুম কে, এম, নুরুদ-দাহার এবং বর্তমানে এম, এ, হান্নান। উনারা সবাই আমাদের সোসাইটির বর্তমান অবস্থায় উপনীত হতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁরা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যারা পরলোক গমন করেছেন মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের নিকট তাদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি এবং যারা বেঁচে আছেন তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি যাতে তাঁরা আরো বেশি বেশি মসজিদের তথা দ্বীনের খেদমত করতে পারেন। প্রায় ৪০ বছর তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে মসজিদটি একটি তিনতলা ইমারতে উন্নীত হয়ে একসঙ্গে প্রায় ১৫,০০০ মুসল্লীর নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের সোসাইটির সার্বিক উন্নয়ন ও বর্তমান কার্যক্রম সম্বন্ধে আপনাদের নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে অবহিত করার চেষ্টা করছি।

ক) মসজিদের নিচতলায় প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬টি এ.সি সংযোজন করা হয়েছে। এই এ.সিগুলো চালানোর জন্য আমাদের সোসাইটির সম্মানীত আজীবন সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল হক ৫০০ কে.ভি.এ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জেনারেটর অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছেন। মসজিদের নিচতালা ও দো'তলয় টাইলস্‌ লাগানো হয়েছে। সম্প্রতি মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দিকের দেয়ালে ইটালিয়ান মার্বেল লাগানো হয়েছে। উক্ত মার্বেল লাগানোর কাজে সাকুল্য খরচ অনুদান হিসাবে দিয়েছেন আমাদের সোসাইটির সম্মানীত আজীবন সদস্য বিএনএস গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব এম এন এইচ বুলু।

খ) সম্প্রতি মসজিদের চার কোনায় ৪টি মিনার নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের সম্মানিত সদস্যদের মধ্য থেকে ৩ জন সদস্য ৩টি মিনার নির্মাণ করে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা হল (১) সামসুল আলামিন রিয়েল এস্টেট, (২) সাউথ ব্রিজ হাউজিং লিঃ এবং (৩) ইউনাইটেড গ্রুপ এবং বাকি ১টি নির্মাণের জন্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে। আশা করি এটিও শীঘ্রই সমাধান হবে। উল্লেখ্য ৫২ ফুট উচ্চতার প্রতিটি মিনার নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ২০ লাখ টাকা। ইতোমধ্যে সামছুল আলামিন রিয়েল এস্টেট ও সাউথ ব্রিজ অনুদানকারী প্রতিষ্ঠান মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কর্নারে এবং উত্তর-পূর্ব কর্নারে ২টি মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। আশা করা যায় আগামী ৫/৬ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে ইনশা-আল্লাহ।

[রাসূলুলাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুনাফিকের পক্ষে ফজর ও ইশা অপেক্ষা কঠিন নামায নেই। যদি তারা জানত এর মধ্যে কি রয়েছে, তাহলে তারা এর জন্যে আসত, যদিও তাদের আসতে হতো হামাগুড়ি দিয়ে। (বুখারী ও মুসলিম)]

গ) মসজিদে একটি আন্তর্জাতিক মানের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এই খাতে এ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে প্রায় ১৭ (সতের) লাখ টাকা এবং আমাদের সদস্যদের নিকট থেকেই এ অর্থ অনুদান হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যাশা অনুযায়ী মাদ্রাসার সামগ্রিক অগ্রগতি এখনও সম্ভব হয়নি, তবে মাদ্রাসার কার্যক্রম চালানোর জন্য উপ-কমিটি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭/৮ জন ছোট ছোট বালক বালিকা নিয়ে নুরানী পদ্ধতিতে মক্তব শুরু হয়েছে। উক্ত মক্তব বিকাল ৩:৩০ মিনিট থেকে ৫:০০টা পর্যন্ত চালু থাকে।

ঘ) আমাদের হাফিজিয়া মাদ্রাসাটি মসজিদ থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এর শিক্ষার পরিবেশ ও মান অনেক উন্নত হয়েছে। মাদ্রাসায় বর্তমানে ৪০ জন ছাত্র অধ্যয়নরত আছে। আমাদের মাননীয় সদস্য জনাব আলহাজ্ব কাজী যাইনুল আবেদীন, জনাব আলহাজ্ব নূরে-ই-আলম সিদ্দিকী এবং জনাবা বেগম খন্দকার আব্দুল মতিন হাফিজিয়া মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন।

ঙ) সম্প্রতি মসজিদের জন্য ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ উপযোগী একটি ইলেকট্রিক সাব স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এই কাজে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। বর্তমানে মসজিদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

চ) কালামে পাকের গুরুত্ব অনুভব করে যারা ত্রিশ পারা কালামে পাক বক্ষে ধারণ করে হাফেজ হয়েছেন তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য এবং হাফেজ হওয়ার জন্য অন্যদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা বাৎসরিক হেফজ প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রায় সূচনালগ্ন থেকে চালিয়ে আসছি। এ উপলক্ষে গুলশান, বনানী, বারিধারা, বাড্ডা, ক্যান্টনমেন্ট, মহাখালী, তেজগাঁও, রামপুরা, খিলক্ষেত, এয়ারপোর্ট, উত্তরখান, দক্ষিণখান, তুরাগ ও উত্তরা এলাকার মসজিদসমূহের খতমে তারাবীর হাফেজ সাহেবদের সম্মানে ইফতারের আয়োজন করা হয় এবং হেফ্জ প্রতিযোগীদের নগদ অর্থ ও বই পুরস্কার দেয়া হয়। তাছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের হাফিজিয়া মাদ্রাসার উত্তীর্ণ হাফেজদেরকে পাগড়ী পরানো হয়।

ছ) আমাদের সোসাইটির শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও জনসংযোগ উপ-কমিটির উদ্যোগে পবিত্র সিরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য প্রতি বছর ইসলামী জ্ঞান ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। গত বছর দু'টি গ্রুপে সর্বমোট ২৪ জনকে নগদ অর্থ ও বই পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

জ) মসজিদের নতুন সাউন্ড সিস্টেম আরো উন্নতির জন্য টোয়া ব্রান্ডের নতুন একটি মেশিন ক্রয় করে সংযোজন করা হয়েছে। এখন সাউন্ড আশানুরূপ হয়েছে। সাউন্ড সিস্টেম উন্নয়নে প্রায় ১৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ঝ) আমাদের সোসাইটির উদ্যোগে প্রতি বৎসর বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয়ে থাকে যথা - রমযান মাসের তাৎপর্য, ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শবে-মেরাজ, মহর্‌রম মাসের তাৎপর্য, পবিত্র শব-ই-কদরের তাৎপর্য ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের খতিব জনাব মাওলানা মাহমুদুল হাসান জু'মার নামাজের বক্তব্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করে যাচ্ছেন। তাব'লিগ জামাতের বিশিষ্ট আলেমগণ তাব'লিগ সম্বন্ধে সারগর্ব বক্তব্য রাখছেন। তাব'লিগ জামাতের দাওয়াতের মেহনতে মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বেড়ে চলেছে। আমাদের অনেক সম্মানিত সদস্য এ ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তালিমে অংশগ্রহণ

করে যাচ্ছেন। আমরা আশা করি, এ ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত সদস্য এবং মুসল্লিগণ আরও উদ্যোগী হবেন এবং অধিক হারে কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে দাওয়াতের কাজ প্রসারিত করার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও অর্থ উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত জনাব আবুল এহসান জু'মার নামাজে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন। শেখ আলাউদ্দীন আল বাকরী এবং সৌদি আরবের পবিত্র মসজিদ-ই-কাবার সম্মানিত প্রাক্তন খতিব ও বর্তমানে মদিনা শরিফের প্রিন্স মসজিদের খতিব জনাব ফয়সাল গাব্বানী আমাদের মসজিদে জু'মার নামাজে খোতবা দিয়ে থাকেন। ইহা দ্বীন সম্বন্ধে মানুষকে সঠিক শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

ঞ) দুস্থ মানবতার সেবায় আমাদের ফ্রি মেডিকেল সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের মনে হয়, মসজিদ সংলগ্ন চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে এটি অনন্য। প্রতিমাসে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে ৩০-৩৫ হাজার টাকা মূল্যের এন্টিবায়োটিকসহ প্রায় ৮৫টি আইটেমের ওষুধ ক্রয় করে তা বিনামূল্যে প্রায় ৫০০-৬০০ জন দরিদ্র রোগীর মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এতে অত্র এলাকার আশপাশের ও অন্যান্য এলাকার মা ও শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আমাদের সোসাইটির সম্মানিত সদস্যগণ ও মসজিদের মুসল্লীদের অনুদানের অর্থ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছেন মিরপুর সিরামিক ওয়ার্কস, সর্বজনাব রহিম আফরোজ, মীর নজরুল ইসলাম, রইস উদ্দীন, মোঃ তালহা ও নূর ই ইকবাল। তাঁরা সকলে আমাদের ধন্যবাদের যোগ্য।

ট) আল্লাহ্'র দেয়া কিতাব থেকে জ্ঞানের আলো ও হেদায়েত লাভ করার উদ্দেশ্যে আমাদের মসজিদে প্রতি শুক্রবার বাদ মাগরিব তাফসীরে কোরআনের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের বিজ্ঞ আলেমগণ কষ্ট করে তাফসীরে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মাওলানা আনোয়ারুল হক, মাওলানা নিয়ামত উল্লাহ আল ফরিদী, মাওলানা আনোয়ার হোসেন মোল্লা ও মাওলানা মনসুরুল হক উল্লেখযোগ্য।

ঠ) আমাদের ধর্ম উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূরানী পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে মুসল্লীগণ অতিসহজে অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে কোরআন শরীফ পড়তে পারেন, শিখতে পারেন। বর্তমানে প্রতি বছর ১ মাস মেয়াদের ৪টি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

ড) স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের ছেলে-মেয়েদের কালামে পাক পড়ানো এবং অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রায় সূচনালগ্ন থেকে এ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজও সাফল্যের সাথে এই শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে কোর'আন শরীফ শিক্ষা এবং অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি।

ঢ) বর্তমান সময়ে কর্মসংস্থানের জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজি শিক্ষার যথেষ্ট চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমরা ২০০৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজি ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করি। একজন অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছি। প্রতি তিন মাসের কোর্সে এ পর্যন্ত মোট প্রায় ৫০০ জন ছেলে-মেয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে প্রায় ১৩০ জনের ইতিমধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। বেকার সমস্যা সমাধানে সামান্য হলেও আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আমরা কিছুটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছি।

ণ) আমাদের মুসল্লীদের সহিহ ও শুদ্ধভাবে সূরা কেরাত ও নামাজের আদব কায়দা জানার জন্য প্রায় দুই বছর যাবত প্রতিদিন বাদ ফজর অনুর্ধ্ব ৩০মিনিট দার্‌ছে কোরআন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিদিন ১০/১২ জন মুসল্লী এতে অংশগ্রহণ করছে। পবিত্র কুরআনের ৩০নং পারা এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূরা অর্থসহ সহিহ তেলাওয়াতের নিয়ম কানুনসহ এ দারস্ দেয়া হয়। এতে অনেকের ভুল উচ্চারণ শুদ্ধ করে ধরিয়ে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত হচ্ছে।

ত) আমরা দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদানের জন্য বহু দিন যাবত বৃত্তি প্রদান করে আসছি। এই খাতে প্রতি বছর প্রায় ১২০,০০০/- টাকা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দরিদ্র ছেলে-মেয়েদেরকে বৃত্তি প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়। তাছাড়া মেধাবী গরিব ছাত্র, মুসাফির, ছিন্নমুল নিঃস্ব ও এতিমদের সাহায্যার্থে আমরা একটি তহবিলের আয়োজন করেছি। এ তহবিল সাধারণত সদস্যদের দেয়া যাকাতের টাকা ও বিভিন্ন অনুদানকারীদের দানে গঠিত। এ তহবিল থেকে আমরা উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। যথা ঃ হাফেজিয়া মাদ্রাসার গরিব ছাত্রদের খাওয়া, অসহায় দরিদ্র রোগীদের ওষুধ পত্র ক্রয় ও জরুরি চিকিৎসার্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা ও অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান, বিপদগ্রস্থ লোকদের রাহা খরচ বাবদ সাহায্য করা, দরিদ্র ও নওমুসলিম কন্যাদায়গ্রস্তদের সাহায্য করা, দরিদ্র ছাত্রদের বই এবং টিউশন ফি বাবদ অর্থ দিয়ে সাহায্য করা।

থ) আধ্যাত্মিক তথা আত্মার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় হালকায়ে জিকির আমাদের মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের ইমাম জনাব মাওলানা শামছুল হক কিছু সংখ্যক মুসল্লীকে নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত এ অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

দ) সূচনা থেকেই আমরা একটি লাইব্রেরি চালু করি। বর্তমানে আমাদের লাইব্রেরিতে বাংলা ১৪২৫ খানা, ইংরেজি ৩৬০ খানা ও আরবি ২০৫ খানাসহ মোট ১৯৯০ খানা বই আছে। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরনের বইপত্র, দৈনিক খবরের কাগজ থাকার কারণে পাঠকের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, আমরা অনেকদিন যাবত বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার সৌজন্য কপি পেয়ে আসছি, যথাঃ- দৈনিক নয়া দিগন্ত, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনতা, দৈনিক খবর, দৈনিক কালের কণ্ঠ।

ধ) বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, ঝড় ও মঙ্গাকবলিত এলাকার মানুষদের আমরা নগদ অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও মালামাল দিয়ে সাহায্য করে থাকি। বিশেষ করে বিগত কয়েক বছর যাবত শীতার্তদের মাঝে আমাদের সম্মানিত আজীবন ও কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব আলহাজ্ব নরুল ফজল বুলবুলের সৌজন্যে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করে যাচ্ছেন।

ন) আমাদের মসজিদে প্রত্যেক দিন আছরের নামাজের পর ধারাবাহিকভাবে বোখারী শরীফ ও মেশকাত শরীফ থেকে হাদীস পাঠ করে তার বাংলা তর্জমা করা হয়। এতে মুসল্লীগণ হাদীস সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লাভে সক্ষম হচ্ছে।

প) আমাদের ফুল ও ফলের বাগান মসজিদের সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্যকে যেমন বৃদ্ধি করেছে তেমনি পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতাকে করেছে পবিত্রময় ও সুখকর। তাই অনেকে এমনকি অনেক বিদেশী দূর-দূরান্ত থেকে এসে এই মসজিদে নামাজ আদায় করতে আনন্দ পান।

ফ) মানুষের ইন্তেকালের পর তার জানাজার গোসল দেয়ার জন্য আলাদাভাবে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের কর্মচারীদের মধ্য থেকে কয়েক জনকে পুরুষ ও মহিলাদের লাশ গোসলের জন্য শরিয়া

বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আশপাশের হাসপাতালগুলি ও ফ্লাট বাড়িতে যারা ইন্তেকাল করেন তাদের জন্য শরিয়াসম্মতভাবে গোসল করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব) আমাদের সোসাইটির আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন অব্যাহত রয়েছে এবং এপর্যন্ত আমাদের সোসাইটির আজীবন সদস্য সংখ্যা ৪৩০। তার মধ্যে বর্তমানে জীবিত আছেন ৩২৫ জন। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এটা শুভ লক্ষণ। এখনো অনেকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনে এই আগ্রহ বহুলাংশে সফল হবে ইনশা-আল্লাহ্।

এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আর্থিক সঙ্গতি না হলে কোন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আমাদের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এটি আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এটা সত্য যে, সূচনা থেকেই এ যাবৎ আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আমাদের কার্যক্রম বন্ধ থাকেনি। মসজিদের মুসল্লীদের পাশাপাশি আমাদের সোসাইটির বর্তমান ৪৭ জন কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে গঠিত ৫টি উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের কর্মসূচীগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের অসম্পূর্ণ কাজগুলি ক্রমান্বয়ে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হব ইন্‌শা-আল্লাহ্। উল্লেখ্য, মসজিদ উন্নয়নে আমরা ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এগুলো হলো ঃ (১) মসজিদের ২য় তলায় এয়ার কন্ডিশনার (এ.সি) সংযোজন (২) মসজিদের বাউন্ডারি ওয়ালগুলি ইসলামী আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন করে নির্মাণ করা (৩) মসজিদের উত্তর দিকের সিঁড়ি ছাদ পর্যন্ত উন্নীত করা (৪) মসজিদের বারান্দা ও অজুখানায় মার্বেল লাগানো (৫) মসজিদের বর্তমান অফিসের উপরে ২য় তলায় নতুন অফিস নির্মাণ ইত্যাদি। এসমস্ত কাজের জন্য আমাদের আনুমানিক ব্যয় হবে প্রায় ৩ (তিন) কোটি টাকা। মসজিদের উন্নয়নে উক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আশা করি বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে ইনশা-আল্লাহ।

পরিশেষে আমরা আল্লাহপাকের দরবারে জানাই লাখো শোকর এই জন্য যে, আমাদেরকে এ মসজিদের বর্তমান অবস্থায় উপনীত হতে এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই ঐ সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যারা উন্নয়নকল্পে এগিয়ে এসেছেন, ওষুধপত্র দিয়েছেন, কায়িক পরিশ্রম দিয়ে সর্বাত্মক আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল আজকের এই গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ্ সোসাইটি। আগামীতে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আরো সফল হবে এর সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি। আল্লাহ্‌পাকের কাছে এই মোনাজাত জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আমিন।

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির পক্ষে-

(এম এ হান্নান)

সেক্রেটারী জেনারেল।

রোজার জরুরি মাসআলা

মহান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম। ইসলামের পাঁচটি রোকন। রোজা এই পাঁচটির একটি। রোজা তিন প্রকার: (১) ফরজ, (২) ওয়াজেব, (৩) নফল। রমজান শরীফের রোজা ফরজ। রোজা ফার্সি শব্দ। আরবি প্রতিশব্দ সওম, সিয়াম সওমের বহু বচন। সুবহে সাদেক থেকে মাগরেব বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং শরীয়ত সিদ্ধ আরও কতক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। রোজার উদ্দেশ্য মানব মনে 'ত্বাকওয়া' বা আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি তথা মানুষকে পরহেজগার-মুত্তাক্বী বানানো। মানুষ লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক পাপাচার করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ পাকের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারবে না। কারণ, তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন। রোজাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে মানব চক্ষুর আড়ালে পানাহার এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ সেরে নিতে পারতো, কিন্তু না, সে এসব করবে না, সেখানে কেউ দেখুক আর নাই-ই দেখুক আল্লাহ তায়ালা দেখছেন। আল্লাহ তায়ালার উপর এই দৃঢ়বিশ্বাস ও ভয়ের নামই ত্বাকওয়া। সুতরাং রোজা যে পরহেজগার বা মুত্তাক্বী বানানোর শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মাহে রমজান শরীফ এবং রমজানের ফরজ রোজার ফজিলত সীমাহীন। এই মাস রহমত, মাগফেরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, পবিত্র কোরআন নাযেলের মাস। বদর যুদ্ধও এই মাসে অনুষ্ঠিত হয়, যা ইসলামের প্রথম বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে।

রোজার ফরজসমূহঃ

(১) খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, (২) সর্ব প্রকার পানীয় দ্রব্য এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকা, (৩) যৌন বাসনা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা, (৪) রোজার নিয়ত করা। নিয়ত রাতে করাটাই উত্তম।

যে সব কারণে রোজা নষ্ট হয় ঃ

১। দিনের বেলা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পানাহার করলে, ২। ধূমপান করলে, ৩। দিনের বেলা স্বামী-স্ত্রীর প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটালে, ৪। কেউ যদি স্বেচ্ছায় মুখভরে বমি করে তা হলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে, ৫। দিনের বেলা আগরবাতি বা লোবান জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া বহন করলে অথবা বিড়ি সিগারেট হুক্কা ইত্যাদি যে কোন প্রকার ধূমপান করলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

যে সব কারণে রোজা ভঙ্গ হবে না ঃ

১। রোজা অবস্থায় দিনের বেলা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হলে বা স্বপ্নে কিছু খেলে রোজা নষ্ট হবে না।
২। রোজা অবস্থায় নাকের শ্লেষা টেনে গিলে ফেললে রোজা নষ্ট হবে না।
৩। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধুঁয়া বা ধুলা হলকুমের মধ্যে চলে গেলে রোজা নষ্ট হবে না।
৪। রোজা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোজা নষ্ট হবে না। তবে গ্লোকুজ ইনজেকশন দ্বারা পেট বা মস্তিষ্কে খাদ্য জাতীয় কিছু পৌঁছে গেলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

যে সব কারণে রোজা মাকরুহ হয় ঃ

১। থুথু মুখে জমিয়ে গিলে ফেললে;
২। বিনা ওজরে ফরজ গোসল সুবহে সাদেকের পরে করলে;
৩। কোন কিছু মুখে নিয়ে চিবালে;
৪। দাঁতের মাজন, পেস্ট, কয়লা ইত্যাদির দ্বারা দাঁত মাজলে;
৫। কুলি করতে কিংবা নাকে পানি দিতে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলে;
৬। রোজা অবস্থায় গীবত, মিথ্যা কথা বলা, ঝগড়া-বিবাদ করলে।

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার অপর ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয় -বিক্রয়ের প্রস্তাব না করে এবং তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয় । (তিরমিযি)]

Gulshan Central Masjid And Iddgah Society

Members of the Executive Committee for the Year 2011-2012

President
Janab Al-Haj Syed Ahmed

Vice Presidents
Janab M.A.Rashid Talukder
Janab Al-Haj Quazi Zainul Abedin
Janab Al-Haj M.H. Khan
Janab Al-Haj Ali Hossain
Janab Al-Haj Hasan Mahmood Raja

Secretary General
Janab Al-Haj M. A. Hannan

Joint Secretary General
Janab Al-Haj Akhtaruzzaman

Treasurer
Janab Azharul Islam Chunnu

Secretary (Social welfare & Health)
Janab Dr. S.A. Mahamood

Secretary (Finance)
Janab Md. Azizul Haque Bhuiyan

Secretary (Religious Affairs)
Janab Md. Delowar Hossain Dulal

Secretary (Construction)
Janab Eng. Zahurul Islam

Secretary (Education & Public Health)
Janab Al-Haj Md. Afzal Karim

Members

Janab Al-Haj Noor-E-Alam Siddiqui
Janab Al-Haj Abdul Monem
Janab Al-Haj Azizul Islam Beg
Janab Al-Haj Dr. Major(Rtd) M. Mahfuz Hossain
Janab Al-Haj Md. Iqbal Hossain
Janab Al-Haj Sk. Md. Mobarak Hossain Chowdhury Samir.
Janab A. K. M. Faizur Rahman
Janab Al-Haj Dr. M. Q. K. Talukder
Janab Al-Haj Dr. Niaz Rahman
Janab Al-Haj Ahamed Fazlur Rahman
Janab Al-Haj A. K. M. Nurul Fazal Bulbul
Janab Al-Haj Md.Aminul Haque
Janab Al-Haj Mir Lutful Kabir Saadi
Janab Al-Haj Sayed Rezaul Karim
Al-Haj Mahboob R. Bhuiyan
Janab Muflehur Rahman Osmany
Janab Al-Haj Md. Qumrul Huda
Janab Al-Haj Mohmmad Mohsin

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের পরওয়ারদিগার লজ্জাশীল ও দাতা, যখন তার বান্দা দুহাত ওঠায় তখন উহা খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযি)]

Members of the Executive Committee

Janab Md. Nasirullah
Janab Al-Haj Abdul Jabbar Mehman
Janab Al-Haj Mahfuzur Rahman
Janab Al-Haj Fazlul Hoque
Janab Mir Nazrul Islam
Janab Al-Haj A.B.A. Sirajuddowlah
Janab Arafin Shamsul Alamin
Janab Al-Haj Mohammed Omor Faruque (Dipu)
Janab Al-Haj Engr. Syed Mosharraf Hossain
Janab Al-Haj Engr. Md. Nurul Haque
Janab Al-Haj Md. Abul Hossain
Janab A. Rauf Chowkder
Janab Md. Badrud Doza
Janab Mohd. Abdullah Zaber
Janab Al-Haj Mohammad Rafiqul Islam

Members of the Governing Body of the Islamic Research Society

Chairman
Janab Al-Haj Muflehur Rahman Osmany

Vice-Chairman
Janab Al-Haj Hasan Mahmood Raja

General Secretary
Janab Al-Haj A. K. M. Nurul Fazal Bulbul

Member (Finance)
Janab Al-Haj Md. Azizul Haque Bhuiyan

Members
Janab Al-Haj Syed Ahmed
Janab Al-Haj M. A. Hannan
Janab Al-Haj Sayed Rezaul Karim
Janab Al-Haj Akhtaruzzaman
Janab Al-Haj Sk. Md. Mobarak Hossain Chowdhury Samir
Janab Al-Haj Engr. Md. Nurul Haque
Janab Al-Haj Azharul Islam Chunnu
Janab Al-Haj A. K. M. Faizur Rahman

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - বেহেশতে প্রবেশ করিবে না (১) প্রতারক (২) কৃপণ এবং (৩) যে ব্যক্তি দান করিয়া খোটা দেয়। (তিরমিযি)]

রিসার্চ প্রকাশনায় লেখা প্রদান প্রসঙ্গে

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ রিসার্চ প্রকাশনায় কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ধর্ম ও শিষ্টাচার বিষয়ক আর্টিকেল ছাপা হয়। এতে আপনি আপনার সুচিন্তিত মৌলিক ইসলামী বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য সময়োপযোগী মানব কল্যাণ সহায়ক লেখা পাঠিয়ে দ্বীনি খেদমতে শরীক হোন। এর সার্বিক উন্নয়নে আপনার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার অনুরোধ রইল। প্রকাশনার জন্য একটি সুন্দর ইসলামী নাম পাঠানোরও অনুরোধ রইল।

লেখা জমা দেয়ার শর্তাবলী ঃ

- বাংলা বা ইংরেজি, যে কোন ভাষায় হতে পারে (অনূর্ধ্ব ২০০০ শব্দের মধ্যে);
- বিজয় কি-বোর্ডে টাইপ করা সফ্‌ট কপি হতে হবে (সকলকে MS Word 2003 ভার্সনে বাংলা হলে SutonnyMJ ফন্ট এবং ইংরেজি হলে Arial MJ ফন্ট ব্যবহার করার অনুরোধ রইল);
- লেখার নিচে লেখকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও এক কপি ছবি দিতে হবে;
- সম্পাদনা পরিষদ যে কোন লেখা পরিবর্তন/ পরিমার্জন করতে পারবে।

এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

সম্পাদক
ফোন ঃ ৮৮২৯২৪৩, ০১৫৫২৪৫৪৬৭২
E-mail: gcmisbd@gmail.com

বিনামূল্যে বিতরণ
প্রাপ্তিস্থান ঃ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি
১১১, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২। ফোন ঃ ৮৮২৯২৪৩
এক্সিম ব্যাংক ও সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর সকল শাখায় পাওয়া যাচ্ছে

মুদারাবা
ক্যাশ ওয়াক্বফ ডিপোজিট

আপনার সঞ্চিত সম্পদ থেকে অর্জিত আয় আপনার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর আর্ত মানবতা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে সওয়াবের উদ্দেশ্যে এক্সিম ব্যাংক নিয়ে এলো **মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্বফ ডিপোজিট** হিসাব

বিস্তারিত জানতে আমাদের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

EXIM BANK
Shariah Based Islami Bank

Export Import Bank of Bangladesh Ltd.
SYMPHONY, Plot- SE(F)- 9, Road- 142
Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka
Phone- 9889363, 9891489

www.eximbankbd.com